দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

জাতিসংঘে ফারাক্কা সমস্যা

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সোমবার জাতিসংঘের ৫০তম বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ স্মারক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে ফারাক্কা সমস্যা সমাধানে সহায়তার জন্য আবারও বিশ্বনেতৃবৃন্দের কাছে যে আবেদন জানিয়েছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

ফারাক্কায় দেয়া বাঁধের ফলে বাংলাদেশের জনজীবনের উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যার সমাধানের জন্য বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ববাসীর সমর্থন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৩ সালেও বিশ্বসভায় বাংলাদেশের এই গুরুতর সমস্যার কথা উত্থাপন করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমস্যাটি এখনও অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। তাই আবারও প্রধানমন্ত্রী সমস্যাটি বিশ্ববাসীর নজরে এনেছেন।

বাংলাদেশের উজানে ফারাক্কায় গঙ্গানদীর উপর বাঁধ দেয়ার ফলেই এই সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। বাংলাদেশের চার কোটিরও বেশী মানুষ আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানির উপর ভারতের একতরফা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে ভারত একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে নেয়ার ফলে আমরা গঙ্গা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। শুকনো মওসুমে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশে প্রচন্ড খরা হয়। আবার বর্ষায় পানি ছেড়ে দেয়ায় বাংলাদেশে মারাত্মক বন্যা হয়।

ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর গুরুতর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই বাঁধ এখন আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এই বাঁধ বাংলাদেশের মানুষের জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছে। উজানে এই বাঁধের মাধ্যমে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করে দেয়ায় বাংলাদেশের গোটা উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে শুরু হয়েছে মরুকরণ। গাছপালা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মৎস্য ও পশুসম্পদ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পদ্মানদীর উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন পেশার অগণিত মানুষ হারিয়েছে তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। অসংখ্য মানুষ তাই জীবিকার সন্ধানে ভিটামাটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে মৌলিক মানবাধিকার লংঘনের সামিল। পরিবেশ ও মানবাধিকার সংরক্ষণে সারা পৃথিবী যখন সোচ্চার তখন বাংলাদেশের এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে ফারাক্কার বলি হয়ে দারিদ্র্য ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ গোড়া থেকেই এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই সমস্যা সমাধানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু সেই আশ্বাস কার্যকর হয় নাই, হবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। আমরা তাই এ ব্যাপারে বিশ্ববাসীর শরণাপন্ন হয়েছি। জাতিসংঘের বিশেষ স্মারক অধিবেশনে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান এসেছেন। তাদের কাছে আমাদের আবেদন, তারা বাংলাদেশের মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য ফারাক্কা সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসুন।

জাতিসংঘে ফারাক্কা সমস্যা উত্থাপন করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশ ও জনগণের স্বার্থই সবার উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।